



299087 - স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসামূলক নামায

প্রশ্ন

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসামূলক নামাযের শুদ্ধতা কতটুকু? সটো হচ্ছে: দুই রাকাত নামায পড়া। প্রত্যেকে রাকাতে সূরা ফাতহা পড়া এবং সাতবার "সম্ভবত আল্লাহ্ তমোদরে মধ্যে এবং তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তমোদরে শত্রুতা আছে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবকিছুই করতে সক্ষম। আল্লাহ্ ক্বমাশীল, পরম দয়ালু" আয়াতটি পড়া। নামায শেষ করার পর দোয়া করা: "হে আল্লাহ্! অমুকরে ছলে অমুকরে (স্বামীর নাম) অন্তর অমুকরে ময়ে অমুকরে (স্ত্রীর নাম) উপর কামল করে দনি; যভাবে আপনি দাউদ (আঃ) এর জন্য লোহাকে কামল করে দিয়েছেন"।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলামী শরিয়তে "স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসামূলক" কোন নামায নাই। এ দোয়াটিও সাব্যস্ত নয়। কোন মানুষের জন্য কোন ইবাদত প্রণয়ন করা জায়যে নয় কিংবা শরিয়তে যা নাই এমন কিছুকে শরিয়তের দিকে সম্বন্ধতি করা জায়যে নয়।

অবএব, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ মীমাংসার বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে এ নামায পড়া শরিয়তসম্মত নয়। বরং উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে এ নামায প্রত্যাখ্যাত বদিআত।

আরও জানতে দেখুন: [209224](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তবে উল্লেখিত দোয়াটি কিংবা অনুরূপ কোন দোয়া যা উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করবে; যমেন এভাবে বলা যবে: "হে আল্লাহ্! আমার নিকট আমার স্বামীকে প্রিয় করে দনি এবং আমাকে তার কাছে প্রিয় করে দনি" যদি কোন নারী স্বাভাবিকি ফরয নামাযে কিংবা নফল নামাযে পশে করনে তাহলে কোন অসুবিধা নাই।

অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য যদি কোন নারী নামায ছাড়া দোয়া করনে: "আল্লাহ্ যনে তার স্বামীকে সংশোধন করে দনে"। এই দোয়া কিংবা এ অর্থবোধক অন্য দোয়া নামাযের বাহিরে। তদ্রূপ কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করনে; বিশেষে কোন আয়াতকে নরিদষ্টি না করে কিংবা কোন নামাযকে নরিদষ্টি না করে— তাহলে সটো জায়যে; এতে কোন অসুবিধা নাই।



দোয়া হচ্চে যে কোন উদ্দেশ্যে হাছলি ও বপিদ থেকে মুক্তরি সবচয়ে বড় মাধ্যম; তবে বিশেষে কোন পদ্ধতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে এবং বিশেষে নামায ব্যতিরেকে।

দুই:

শরিয়তে পারস্পারকি ববিাদ মীমাংসা করার বড় ধরণে গুরুত্ব রয়েছে। এ মীমাংসার কারণে মহা প্রতদিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যমেনভাবে পারস্পারকি সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে কঠনি হুশিয়ারী এসছে। আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সদকার চয়ে উত্তম মর্যাদার সংবাদ দবি না? তারা (সাহাবীরা) বলল: অবশ্যই। তিনি বললেন: পারস্পারকি ববিাদ মীমাংসা করা। কোননা পারস্পারকি সম্পর্ক নষ্ট করা হচ্চে মুণ্ডনকারী (দ্বীনকে ধ্বংসকারী স্বভাব)। [সুনানে তরিমিযি (২৫০৯)] তরিমিযি বলেন: এটি সহি হাদসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণতি আছে যে, তিনি বলছেন: "সটো হচ্চে- মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না: চুল মুণ্ডনকারী; কন্তি ধর্মকে মুণ্ডনকারী। [সমাপ্ত]

ঘরে সংশোধন করার জন্য শরিয়ত কিছু উপায় নির্ধারণ করেছে:

১। উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা।

২। ঘরকে আল্লাহর যকিরিরে স্থল বানানো।

৩। ঘরে আল্লাহ শরিয়ত কায়মে রাখা।

৪। ঘরবাসীদের ঈমানী শিক্ষা দান করা।

৫। ঘর থেকে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য ঘরে মধ্যে নিয়মতি সূরা বাক্বারা তলোওয়াত করা।

৬। যার দ্বীনদাররি প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যায় না তাকে ঘরে প্রবশে না করানো।

৭। ঘরে গোপনীয়তা সংরক্ষণে রাখা।

এবং শাইখ মুহাম্মদ সালহে আল-মুনাজ্জদি লখিতি "ঘর সংশোধনের চল্লিশ উপায়" বই-এর আরও যে মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা ও ব্যাখ্যা করাকে আপন দরকার মনে করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।